গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

নম্বর-০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১০-৩৩১

তারিখ ঃ ২৫ আশ্বিন ১৪১৮ / ১০ অক্টোবর ২০১১

পরিপত্র

বিষয়ঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন/পালন।

বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন/পালনের বিষয়ে সরকার নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেঃ

(ক) জাতীয় পর্যায়ের নিম্নলিখিত দিবস/উৎসবসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন/পালন করা হবে ঃ

শহীদ দিবস/আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস (২১ ফেব্রুয়ারি), জাতির পিতার জন্ম দিবস ও জাতীয় শিশু দিবস (১৭ মার্চ), স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস (২৬ মার্চ), জাতীয় শোক দিবস (১৫ আগস্ট), বিজয় দিবস (১৬ ডিসেম্বর), ঈদ-উল-ফিতর (১ শাওয়াল), ঈদ-উল-আযহা (১০ জিলহজ্জ), ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী (১২ রবিউল আওয়াল), বাংলা নববর্ষ (১ বৈশাখ), দুর্গাপূজা, বড়দিন (২৫ ডিসেম্বর), বৌদ্ধ পূর্ণিমা (মে মাসে), মে দিবস (১ মে), রবীন্দ্র জয়ন্তী (২৫ বৈশাখ) এবং নজরুল জয়ন্তী (১১ জ্যৈষ্ঠ)।

(খ) যে সকল দিবস ঐতিহ্যগতভাবে পালন করা হয়ে থাকে অথবা বর্তমান সময়ে দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের জন্য বিশেষ সহায়ক, সে সকল দিবস উল্লেখযোগ্য কলেবরে পালন করা যেতে পারে। মাননীয় মন্ত্রিবর্গ এ সকল অনুষ্ঠানে সম্পৃক্ত থাকবেন এবং এ ধরনের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সরকারি উৎস হতে সর্বোচ্চ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বরাদ্দ করা যেতে পারে। এ ধরনের দিবস হচ্ছে ঃ

জাতীয় টিকা দিবস (বৎসরের শুরুতে নির্ধারণযোগ্য), বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস (১৫ মার্চ), বিশ্ব আবহাওয়া দিবস (২৩ মার্চ), বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস (৭ এপ্রিল), মুজিবনগর দিবস (১৭ এপ্রিল), নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস (২৮ মে), বিশ্ব পরিবেশ দিবস (৫ জুন) বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস (১১ জুলাই), জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস (৯ আগস্ট), আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস (৮ সেপ্টেম্বর), শিশু অধিকার দিবস (অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার), আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস (১৩ অক্টোবর), বিশ্ব খাদ্য দিবস (১৬ অক্টোবর), জাতীয় যুব দিবস (১ নভেম্বর), জাতীয় সমবায় দিবস (নভেম্বর মাসের প্রথম শনিবার), বিশ্ব এইডস দিবস (১ ডিসেম্বর) এবং বেগম রোকেয়া দিবস (৯ ডিসেম্বর)।

(গ) বিশেষ বিশেষ খাতের প্রতীকী দিবসসমূহ সীমিত কলেবরে পালন করা হবে। মাননীয় মন্ত্রিগণ এ সকল দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির বিষয় বিবেচনা করবেন। উন্নয়ন খাত হতে এ সকল দিবস পালনের জন্য কোন বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হবে না। এ পর্যায়ের দিবসগুলি হচ্ছে ঃ

বার্ষিক প্রশিক্ষণ দিবস (২৩ জানুয়ারি), জাতীয় ক্যান্সার দিবস (৪ ফেব্রুয়ারি), আন্তর্জাতিক নারী অধিকার ও আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস (৮ মার্চ), বিশ্ব পানি দিবস (২২ মার্চ), বিশ্ব যক্ষা দিবস (২৪ মার্চ), জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস (মার্চ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার), বিশ্ব প্রেস ফ্রিডম দিবস (৩ মে), আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট দিবস (৮ মে), বিশ্ব টেলিযোগাযোগ দিবস (১৫ মে), বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস (৩১ মে), বিশ্ব খরা ও মরুকরণ প্রতিরোধ দিবস (১৭ জুন), আন্তর্জাতিক মাদকাশক্তি ও অবৈধ পাচার প্রতিরোধ দিবস (২৬ জুন), বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস (১১ জুলাই), আন্তর্জাতিক ওজোন সংরক্ষণ দিবস (১৬ সেপ্টেম্বর), বিশ্ব পর্যটন দিবস (২৭ সেপ্টেম্বর), আন্তর্জাতিক নৌ দিবস (সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ), বিশ্ব হার্ট দিবস (সেপ্টেম্বর মাসের ৪র্থ রোববার), আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস (১ অক্টোবর), বিশ্ব বসতি দিবস (অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার), বিশ্ব ডাক দিবস (৯ অক্টোবর), বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস (১০ অক্টোবর), বিশ্ব সাদা ছড়ি দিবস (অক্টোবর), জাতিসংঘ দিবস (২০ অক্টোবর), জাতীয় স্বেচ্ছায় রক্তদান ও মরণোত্তর চক্ষুদান দিবস (২ নভেম্বর), বিশ্ব ডায়েবেটিক দিবস (১৪ নভেম্বর), প্যালেস্টাইনি জনগণের প্রতি আন্তর্জাতিক সহমর্মিতা দিবস (২৯ নভেম্বর), বিশ্ব মানবাধিকার দিবস (১০ ডিসেম্বর), আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবস (২৯ ডিসেম্বর) এবং জাতীয় শিক্ষক দিবস।

(ঘ) উপরে উল্লিখিত তিন ধরনের দিবস ছাড়াও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ আরও কিছু দিবস পালন করে থাকে, যেগুলি গতানুগতিক ধরনের। কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি পুনরাবৃত্তিমূলক এবং বর্তমান সময়ে তেমন কোন গুরুত্ব বহন করে না। সরকারের সময় এবং সম্পদ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে সরকারি সংস্থাসমূহ এ ধরনের দিবস পালনের সঙ্গে সম্পৃক্তি পরিহার করতে পারে।

তারিখ: ১২/১০/১১
• প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন

-পরবর্তী পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য-

২। শিক্ষা সপ্তাহ, প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ, বিজ্ঞান সপ্তাহ, বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ (১-৭ আগস্ট), বিশ্ব শিশু সপ্তাহ (২৯ সেপ্টেম্বর-৫ অক্টোবর), সশস্ত্র বাহিনী দিবস (২১ নভেম্বর), পুলিশ সপ্তাহ, বিজিবি সপ্তাহ, আনসার সপ্তাহ, মৎস্য পক্ষ, বৃক্ষরোপণ অভিযান এবং জাতীয় ক্রীড়া সপ্তাহ পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা নিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ করবে। অনুমোদিত কর্মসূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হবে।

৩। জাতীয় পর্যায়ের উৎসবসমূহ ব্যতীত সাধারণভাবে দিবস পালনের ক্ষেত্রে আরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে,

(ক) সাজসজ্জা ও বড় ধরনের বিচিত্রানুষ্ঠান যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। তবে, রেডিও ও টেলিভিশনে আলোচনা এবং সীমিত আকারে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা যাবে। কর্মদিবসে র‍্যালী/শোভাযাত্রা পরিহার করা হবে।

(খ) কোন সপ্তাহ পালনের ক্ষেত্রে অনুষ্ঠানসূচি সাধারণভাবে তিন দিনের মধ্যে সীমিত থাকবে।

(গ) সরকারিভাবে গৃহীত কোন কর্মসূচি যাতে অফিসের কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত না ঘটায়, তা নিশ্চিত করতে হবে এবং আলোচনা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ছুটির দিনে অথবা অফিস সময়ের পরে আয়োজনের চেষ্টা করতে হবে।

(ঘ) নগদ কিংবা উপকরণ আকারে অর্থ/সম্পদ ব্যয়ের প্রয়োজন হবে না এরূপ সাধারণ ইভেন্টসমূহ ছুটির দিনে কিংবা কার্যদিবসে আয়োজন করা যাবে। যেমন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী প্রচার, পতাকা উত্তোলন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), ঘরোয়া আলোচনা সভা, রেডিও ও টেলিভিশনে আলোচনা, পত্রিকায় প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান ইত্যাদি।

(ঙ) কোন দিবস বা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে রাজধানীর বাইরে থেকে/জেলা পর্যায় হতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ঢাকায় আনা যথাসম্ভব পরিহার করা হবে।

৪। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাকে অনুরোধ করা হল।

৫। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন/পালন সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত ১৭ ডিসেম্বর ২০০২ তারিখের ১(২৩)/২০০২-মপবি(সাধারণ)/৩৩০ সংখ্যক পরিপত্র, ২৬ এপ্রিল ২০১০ তারিখের ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০.০১২.২০১০-১১৮ সংখ্যক পরিপত্র এবং ১২ আগস্ট ২০১০ তারিখের ০৪.৪১৬.০২৩.০০.০০. ০১২.২০১০-২৩৭ সংখ্যক পরিপত্রসমূহ এতদ্বারা বাতিল করা হল।

৬। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

১৩/১০/২০১১
(ইসতিয়াক আহমদ)
যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও বিধি)

বিতরণ ঃ

১। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা।

২। সচিব (সকল) .... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ
প্রশাসন-১ অধিশাখা
www.mof.gov.bd

নং-০৭.০৮১.০৩২.০২.০০.০০২.২০০৮- ৫৪৬ তারিখ: ২৫/১০/২০১১ খ্রি:

সদয় অবগতি ও বর্ণিত পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো :

(১) মহা- হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, ৭৭/৭, কাকরাইল, ঢাকা।
(২) অতিরিক্ত সচিব (সকল) ..../অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ।
(৩) যুগ্ম-সচিব (সকল) ...., অর্থ বিভাগ।
(৪) হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক, হিসাব মহা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সচিবালয় ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
(৫) মহাপরিচালক, মনিটরিং সেল, অর্থ বিভাগ।
(৬) মাননীয় অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব।
(৭) উপ-সচিব (রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান), অর্থ বিভাগ।
(৮) প্রশাসন ও সমন্বয় অনুবিভাগের সকল অধিশাখা/শাখা ...., অর্থ বিভাগ।
(৯) অর্থ সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব।

(এম, এ, হালিম)
উপ-সচিব
ফোন: ৭১৬৮৬৫৭
mhalim@finance.gov.bd

Endorsement/p-69